ঈদুল ফিতরের খুতবা

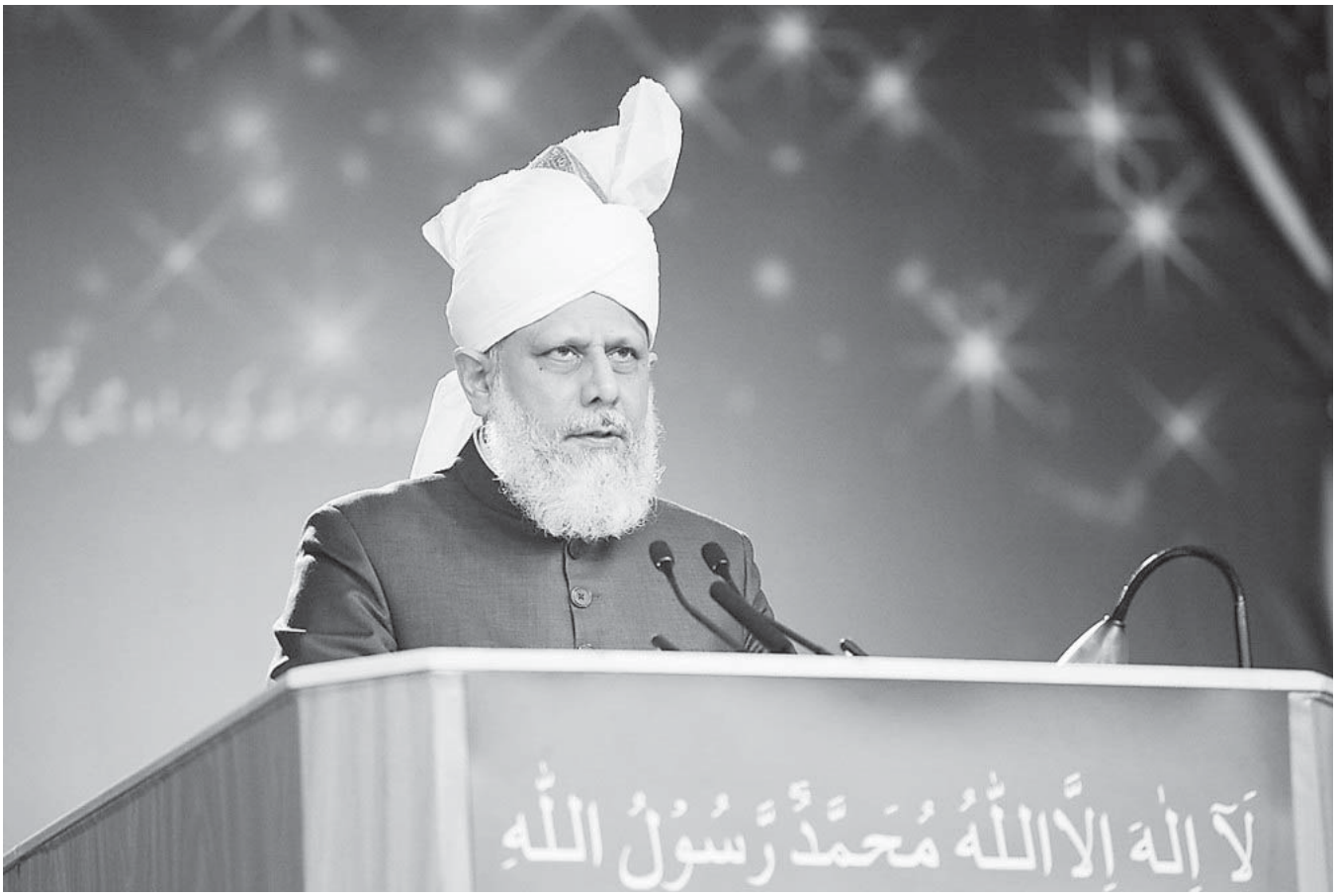

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৭ জুলাই, ২০১৬ ঈদুল ফিতরের খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাআউ'য ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন–

আজ পবিত্র ঈদের দিন এবং মুসলমানরা এদিনে সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যেখানেই তারা বসবাস করুক না কেন ঈদ উদযাপন করে। কোন কোন এলাকায় আজ ঈদ হচ্ছে কোথাও কোথাও গতকাল ঈদ হয়ে গেছে। যাহোক, এখানেও মুসলমানরা বাস করে। রমযানের পরে তারা ঈদ উদযাপন করে। সত্যিকার ঈদ, সত্যিকার মু'মিন এ বিষয়ে আনন্দিত যে, আজ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাস অতিক্রম করে এক জায়গায় সমবেত হয়ে আনন্দ উদযাপন করার, নিজেদের ইবাদত করার তৌফিক দিচ্ছেন। আর সত্যিকার অর্থে আনন্দ ও ঈদ সেটিই যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এই ঈদ শুধুমাত্র মুসলমান বা ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিশ্বের সকল জাতি ও ধর্মে বিভিন্ন দিন ঈদ উদযাপন করা হয় অথবা অনেক এমন উৎসবের

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা আনন্দের সাথে উদযাপিত হয়। আর সর্বত্র ঈদের দিন সম্পর্কে এই বিশ্বাস বা এই শিক্ষা রয়েছে যে ঈদ-আনন্দের বা ঈদের দিনে জাতির লোকেরা একস্থানে সমবেত হয়ে আনন্দ উৎসব করবে আর সাধারণত: এই চিন্তাধারাই সবার মাঝে বিরাজমান। যখন সবাই সমবেতভাবে ঈদ উদযাপন করবে অর্থাৎ আনন্দ বা খুশীর ব্যবস্থা করবে তখন উক্ত পরিবেশের কারণে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেকার টানা-পোড়েন দূর করা সম্ভব হবে। কৌতুক এবং হাসি-আনন্দ কিছু সময়ের জন্য মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে সাময়িকভাবে তাদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করবে, এটাই মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। শিশুদের মধ্যে যদি আমরা তাকাই তাহলে এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাই যে, শিশুরা কিছুদিন আলাদাভাবে যদি একলা কাটায় তাহলে তাদের মধ্যে একটা খিটখিটে স্বভাব সৃষ্টি হয়।

কিন্তু তারা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে, খেলাধূলা করলে তারা থাকে উৎফুল্ল। আর এটি জানা কথা যে, খেলাধূলার ফলে শিশুরা ক্লান্তও হয়, অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধূলা করার সময় খুনসূটি-ঝগড়া ইত্যাদিও হয় তারপরও তাদেরকে আনন্দিতই মনে হয়, সতেজ-সজীব দেখায়। বাচ্চাদের চিন্তাচেতনা অনুসারে তাদের জন্য ঈদ এটাই, আনন্দের এই উপলক্ষই তাদেরকে আনন্দ দেয়। এতে করে তাদের বেশ উপকার হয়, যা তাদের মানসিক সতেজতার উপকরণ সৃষ্টি করে। যে বাবা-মায়ের সন্তানরা অন্যদের সাথে মিলেমিশে খেলাধূলা না করে নির্জনতা পসন্দ করে, এক কোণায় নিভৃতে পড়ে থাকে, তাদের পিতা-মাতা এতে চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, সম্ভবত: রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের সন্তান মানসিক বিষন্নতায়, বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যাহোক মানুষের প্রকৃতিই এমন। মানুষ যদি মিলেমিশে থাকে আর এভাবে আনন্দ উদযাপন করে আর এমন পরিবেশ এবং সুযোগ সৃষ্টি করে যেখানে অধিকাংশ মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে আনন্দ উৎসব করে তাহলে মানবীয় প্রকৃতির এই যে প্রকাশ তা বড়দের মাঝেও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর দুঃখ ও বেদনার যে পরিবেশ সেটি বেদনার প্রভাব বিস্তার করে মানুষের ওপর।

অতএব, কষ্টকে আনন্দে বদলে দিতে অনেক মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে আর তারা মনে করে যে, মানসিক যে ক্লেশ ও কষ্ট, উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য মদপান করা বা অন্যান্য নেশাজতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবে। অথচ বাস্তবতা হল এসব জিনিস মানুষের অশান্তি বা অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে দেয় আরো অশান্তির দিকে নিয়ে যায় পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্য হানি হয়। যাহোক কথা হচ্ছিল মানব প্রকৃতির ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে মানুষ অনেক সময় ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে দুঃখভারাক্রান্ত হয় কিন্তু সাময়িক আনন্দের যে পরিবেশ সাময়িক ভাবে হলেও সেটি তাকে আনন্দিত করে আর দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও সে হাসতে আরম্ভ করে।

আর এভাবে তার দুঃখের বোঝা কিছুটা হলেও লাঘব হয়। এই যে, মানবপ্রকৃতি ও মানবস্বভাব একে দৃষ্টিতে রেখে আজকাল বা বর্তমান যুগের স্বার্থপর ও জগত লোভীরা মানুষকে বিভিন্ন নেশা বা অন্যান্য অপকর্মে জড়িয়ে দিচ্ছে, এতটাই তাদেরকে নোংরামিতে জড়িয়ে ফেলেছে যে তারা ধীরে ধীরে নোংরামিতে নিমগ্ন হচ্ছে আর ধর্ম ও খোদা তা'লা থেকে অনেক বেশী দূরে সরে গেছে। তাদের ঈদ আর আনন্দ, সাময়িক।

প্রথমত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে পার্থিবতামুখী এসব লোকের কাছে ঈদ অনুষ্ঠানের ধর্মীয় তাৎপর্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই, লোক দেখানোর জন্য তারা ঈদ উদযাপন করেও থাকে প্রচলিত একটি রীতি পালন করে এতে কোন ধর্মনুশীলন নেই। শুধু বাহ্যিক হাসি-আনন্দ, মদ এবং পানাহার ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী মাত্র। তাদের ঈদ কেবল জাগতিক আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব।

ক্রিসমাস বা অন্যান্য উৎসবের যে দিন রয়েছে তা নিছক আনন্দের কিন্তু আমাদের যে ঈদ তা পুরোপুরি ভিন্ন। আর ভিন্নই হওয়া উচিত, এবং ইসলাম, ঈদের যে শিক্ষা উপস্থাপন করে তা আমাদের কামনা-বাসনাকে সংযত করে খোদামুখী করায়। অন্যান্য জাতির যে ঈদ বা উৎসব রয়েছে তা সাময়িক আনন্দ মাত্র। তাদের যতগুলো উৎসব রয়েছে তার মধ্যে কেবলই সাময়িক আনন্দ। কিন্তু মু'মিনের যে ঈদ তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে স্থায়ী আনন্দে রূপ নেয়, চিরস্থায়ী আনন্দের কারণ হয়। এই ঈদে জাগতিক চাকচিক্য দৃশ্যমান হউক বা না হউক বাহ্যিক যে বিষয়ের উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) করেছেন, তা আমি নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা পূরণের দাবী হলো তার পেট পূর্ণ করা। তার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাকে এমন নোংরা খাবার দেয় যাতে তার পেট ভরতে পারে কিন্তু তাতে সে অসুস্থ্য হয়ে যাবে। পেট হয়তো ভরবে কিন্তু কয়েক প্রকার রোগের আক্রমণ ঘটবে, তার পিপাসা নিবারনের জন্য পানি হয়তো সরবরাহ করা হবে, কিন্তু সেই পানি এমন নোংরা, বিস্বাদ এবং নোনতা যে তার পিপাসা সাময়িক নিবারণ হলেও পরে তা আরও প্রকট রূপ নেয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি ঐ পানি পানে হয়তো বাধ্য হবে কারণ সে পিপাসায় মরার উপক্রম হয়েছে, পিপাসায় সে মারা যাচ্ছে বা তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে নানা রোগ ব্যাধিতে সে আক্রান্তও হবে, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিপদগ্রস্ত হবে। এইভাবে তার সাময়িক কষ্ট হয়তো দূর হয়েছে কিন্তু নানা স্থায়ী রোগ তাকে কাবু করে ফেলবে, যা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে এবং স্থায়ীভাবে সে কষ্ট পেতে থাকবে। সেই ব্যক্তি যে পিপসার্ত বা ক্ষুধার্তকে এমন ধরনের খাদ্য পানীয় সরবরাহ করেছে সে বিবেক বুদ্ধি

বর্জিত এক মানুষই বটে। পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি যে ক্ষুধার্ত কোন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ খাবার ও পানীয় খাওয়ায়, শীতল পানীয় পান করায়, তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এমন ব্যক্তি-ই প্রকৃত সহানুভূতিশীল। অন্যরা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসার চাহিদা অনুধাবনও করেছে, কিন্তু চাহিদা মিটানোর জন্য যে উপকরণ সৃষ্টি করেছে তা সাময়িক আনন্দের কারণ হয়েছে ঠিক; কাজ করেছে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছে এবং আধ্যাত্মিকভাবে তা হচ্ছে তার জন্য ধ্বংসাত্মক। এজন্য স্থায়ী আনন্দের পানি পান সম্পর্কিত যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি, এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আজকের যুগে জামাতে আহমদীয়া যেখানে বিশ্বের মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করছে সেখানে এই আধ্যাত্মিক পানীয়র সাথে জাগাতিক পানিও সরবরাহ করছে।

উন্নত বিশ্বে, সচরাচর যারা আসেন তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে হয়তো পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তাদের দেশেরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে মরু এলাকায়, নোংরা পুকুরের পানি বা এমন পানি যা মানুষ পান করে, তা পিপাসা আরো বাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে আফ্রিকায় বসবাসকারী মানুষ পুকুরের পানি পান করে বা এমন কূপের পানি যেখানে বৃষ্টি বা অন্যান্য উপায়ে পানি এসে জমা হয়। এই পানি তারা ব্যবহার করে আর এই পানি এত নোংরা হয়ে থাকে যে, মানুষ পিপাসায় মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া এই পানি পান করতে চায় না। এখানে যারা বসে আছেন তারা সেই পানি পান করার কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। এমন জায়গা থেকে মানুষ পানি সংগ্রহ করে, আর বিভিন্ন পশুও সেই একই স্থান থেকে পানি পান করে। বরং বিভিন্ন পশুর পেশাব পায়খানাও ঐ পানির সাথে মিশ্রিত থাকে। সেখানে আমরা যখন কোন নলকূপ বসাই বা কূপ খনন করি মানুষের আনন্দের আর সীমা থাকে না। এখানে কেউ হাজার পাউন্ড পেলেও এতটা আনন্দিত হবে না, যা প্রথমবার পানি দেখে ওই মানুষেরা হয়।

আমাদের স্বেচ্ছাসেবী যুবক আফ্রিকায় যারা সেখানে এই কাজের উদ্দেশ্যে এখান থেকে যায় তারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। তারা এসে বলে যে, তারা কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। তারা ছবিও দেখায় যে, কীভাবে ছোটরা বড়রা মহিলারা এই খুশীতে আনন্দে উচ্ছাসে লাফিয়ে উঠেছে যে তারা পরিষ্কার পানি লাভ করেছে যেন এই দিনটি তাদের ঈদের দিন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবস্থাসম্পন্নদের বলব যে, হিউমেনিটি ফার্স্ট এবং আই ট্রিপল এ,ই বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপনের এবং পানি সরবরাহের কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে সাহায্য করার সামর্থ যারা রাখেন তাদের উচিত সাহায্য করা।

যাহোক আমি আবার সেই মূল বিষয়ে ফিরছি যে অমুসলিমদের ঈদ এবং আমাদের ঈদের মাঝে পার্থক্য কি? অন্যদের ঈদ হলো নাচ-গান করা, নোংরা ও অশ্লীল গান-বাজনা করা, পানাহার করা, গল্প গুজব করা, খেলাধূলায় মত্ত থাকা, ক্রয়-বিক্রয় করা আর পক্ষান্তরে আমি যেভাবে বলেছি প্রকৃত ইসলামী ঈদ, একজন মু'মিন বান্দার ঈদ হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা ঈদের দিন বলে থাকি, আস! আজ ঈদের দিন। আমরা সাধারণতঃ বছরের দিনগুলোতে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য পাঁচবার নামায আদায় করে থাকি, আজকে আমরা ছয়বার নামায আদায় করবো, একজন মু'মিন বান্দা আনন্দও উদযাপন করে, কেননা তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তাই আনন্দ উদযাপনকালে সুন্নত অনুযায়ী সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান কর, আতর লাগাও, এ দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে এটিও চান যে, তোমরা আনন্দ-খুশীও উদযাপন কর। আজ ভাল খাবার তৈরী কর, এবং খাও কেননা আজ আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার সুযোগ পূর্বের তুলনায় বেশি আছে।

সুতরাং এটিই হলো প্রকৃত ঈদ। আর এমন যদি না হয় এবং আমরাও যদি ঈদের নামাযের পর হৈ হুল্লা ও পানাহারে মত্ত হয়ে যাই এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতার মাঝে যদি কোন পরিবর্তন না আসে, রমযানে আমরা যা অর্জন করেছি তা ভুলে যাই, ঈদের নামাযের পর আমরা যোহর-আসরের নামাযকে ভুলে যাই এবং কেবলমাত্র জাগতিক কর্মকাণ্ডে ও খেলা-তামাশায় লিপ্ত হয়ে যাই তাহলে আমরাও সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাব যে কেবল নোংরা খাবার ও নোংরা পানি পেয়েছে। আর এগুলো তার পেটভরা ও পিপাসা নিবারণ করে আরাম ও তৃপ্তি দেয়ার পরিবর্তে অসুস্থ্য বানিয়ে দেয়। সে সাময়িকভাবে তৃপ্তি লাভ করে স্থায়ীভাবে নয়। বরং সে স্থায়ী কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়। আমরা এমন নির্বোধ হিসেবে গণ্য হবো, যে কি-না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পাক-পবিত্র খাবার ও স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা পানি পরিত্যাগ করে নোংরা খাবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদি চিন্তা-ভাবনা এমনই হয় তবে আমাদেরকে কেই-বা বুদ্ধিমান বলবে? নোংরা খাবার সরবরাহকারীকে জালেম ও পাগল বলার পূর্বে আমাদেরকে পাগল এবং নিজ প্রাণের ওপর অত্যাচারকারী বলে আখ্যায়িত করবে যারা পরিচ্ছন্ন ও উত্তম খাবার, শীতল সুমিষ্ট পনীয়কে ছেড়ে নোংরা-খাবার ও পানিকে গ্রহণ করেছে!!

অতএব, আজ আমাদের বুদ্ধিমান হতে হলে ও নিজের ওপর সুবিচার করতে চাইলে নিজেদের নামায ও পুণ্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। আজ ফরয নামাযের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলছেন যে, মু'মিন বান্দার ঈদ

হলো, আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর সন্তুষ্ট হবে এবং মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথে যতই অগ্রসর হতে থাকবে ততই তার ঈদ প্রকৃত ঈদে রূপান্তরিত হবে। অতএব, এই প্রকৃত ঈদ অর্জনের জন্য আমাদের সর্বদা চেষ্টায় রত থাকা উচিত। আমরা যদি এই নীতিকে বুঝতে সক্ষম হই তবে মু'মিন বান্দার প্রতিটি দিনই ঈদ হতে পারে। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি তোমরা চাও প্রতিদিন ঈদ পালন করতে পার, আর একজন মু'মিন বান্দার প্রকৃত ঈদ হলো, জান্নাত লাভ করা। মু'মিনের জন্য বছরের দু'টি ঈদ উদযাপনই কেবল খুশির মাধ্যম নয়, বরং সে তো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে স্থায়ী ঈদ লাভ করতে চায়। **আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভ করাই হলো চিরস্থায়ী ঈদ।** এবং জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তার জন্য এ পৃথিবী থেকেই জান্নাতের সূচনা হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই কথার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রেখ! খোদা তা'লার দিকে যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকে কখনও বিনষ্ট করা হয় না। তাকে উভয় জগতের নিয়ামতরাজী দান করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান** অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর শান ও মর্যাদাকে ভয় পায় তার জন্য দু'টি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। ইহজগতে এবং পরকালেও। তিনি (আ.) আরো বলেন, আর এই প্রেক্ষিতে বলেন, কেউ যেন এটি না ভাবে যে, আমার পানে আগতরা দুনিয়া হারিয়ে ফেলে। বরং তাদের জন্য দু'টি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে, একটি এই দুনিয়াতে আর অপরটি পরকালে।

সুতরাং এ হলো একজন প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা যা আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির ঈদ অন্বেষণ করে তাকে সেই মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দুনিয়াবী ভাবেও দান করা হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবেও দান করা হয়। আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ভূষিত করছেন তার জন্য এর চেয়ে বেশী আনন্দদায়ক আর কী ঈদ হতে পারে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একস্থানে বড় চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যেভাবে জাগতিক সরকার 'মেলা'-র আয়োজন করে থাকে আর তাদের উদ্দেশ্য থাকে, বিভিন্ন প্রকার পণ্য-সামগ্রী প্রদর্শন করে লোকদের পরিচিত করানো, এর দ্বারা যাতে তারা উপকৃত হয়। অনুরূপভাবে, আসল ঈদ হলো ঐশী রাজত্বের প্রদর্শনী। আর আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে জানান যে, যদি তোমরা চাও তবে প্রতিদিন ঈদ উদযাপন করতে পার। যেমন, **ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান**– এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এই পার্থিব জগতের জান্নাত লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে প্রতিদিন ঈদ উদযাপন করতে পারো।

সুতরাং, ঈদ সেই বিষয়ের উপমা যে, এক মু'মিন খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অন্বেষণ করে এবং যখন খোদার নৈকট্য লাভের পথ পেয়ে যায় এবং খোদা তা'লা তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন এরচেয়ে খুশীর বিষয় আর কী থাকতে পারে? আর এটি এমন এক আনন্দের বিষয় যা পরিপূর্ণ প্রশান্তি দানকারী আনন্দ হয়ে থাকে যা এই দুনিয়াকেও জান্নাতে পরিণত করে এবং পরকালের জান্নাত লাভের পাথেয়ও প্রদান করে। যার প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হন তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। ঈদসমূহে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমলের ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের পথ। এবং একজন মু'মিন বান্দার জন্য এরচেয়ে বড় ঈদের দিন আর হতে পারে না, যখন খোদা তা'লা তার উপর সন্তুষ্ট হন।

মহানবী (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তি সাহাবাদের মাঝেও এই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। তাদের খুশি-আনন্দ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মাঝে ছিল। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির মাঝেই তারা মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেত। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা ছিল তাদের ঈদ। কিন্তু বাহ্যত তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, চরম দারিদ্রতার মাঝে তারা জীবন অতিবাহিত করত। তাদের মাঝে অধিকাংশ এমন ছিল যারা দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পেত না। আজকাল আমরা গমের মিহি আটা খেয়ে থাকি, নরম আর গরম-গরম নানান ধরনের খাবার আমরা খেয়ে থাকি। আর ঈদে অসাধারণ খাবারের আয়োজনও আমরা করে থাকি। কিন্তু প্রাথমিক যুগে সাহাবাদের খাবার ছিল যবের আটা, তাও আবার চালনী দ্বারা চালা ছিল না। এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে এক সাহাবী সেই আটার বর্ণনা এভাবে দেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন কি চালনীর ব্যবহার ছিল? আপনারা কি আটা চেলে খেতেন? তখন তিনি উত্তর দেন, পাথরের ওপর যব রেখে পিষতাম। তারপর ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে মোটা ও চিকন অংশ পৃথক করতাম। তারপর যে চিকন আটা পাওয়া যেত তা দিয়ে রুটি বানাতাম, সেই রুটিও বহু কষ্টে গলা দিয়ে নিচে নামত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার ক্ষুধার্ত থাকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেধে রাখতাম। তিনি বলেন, একবার আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এমন এক স্থানে বসলাম যেখান দিয়ে লোকেরা যাতয়াত করত। আমার পাশ দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) যাচ্ছিলেন, আমি তাকে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে খাবার খাওয়াবেন। সাহাবারা সরাসরি চাইতেন না। কিন্তু আমি যখন আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম আর আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আঁচ করতে পেরে আমাকে খাবার দিবেন, কিন্তু তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করে চলে গেলেন। এরপর হযরত

ওমর (রা.) সে দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার কাছেও আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যেন আমাদের খাবার খাওয়ান। আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ জ্বলছিলাম যে, আমি যেন জানি না এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি, আমাকে শিখাতে এসেছে। তারপর মহানবী (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকে দেখলেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা আমার সাথে আস। তিনি (সা.) তার বাড়ী আসলেন এবং যখন ভিতরে যাচ্ছিলেন তখন আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমিও ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি (সা.) অনুমতি দিলে আমি ভিতরে প্রবেশ করি। সেখানে এক বাটি দুধ ছিল। তিনি (সা.) বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? জানা গেল, অমুক মহিলা উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছে।

তিনি (সা.) বলেন, আবু হুরায়রা! আসহাবে সুফ্‌ফাদের মাঝে যত জন আছে সবাইকে ডাক। আবু হুরায়রা বলেন, একথা আমি অপসন্দ করলাম। কেননা ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম দুধের এই বাটি পুরোটা আমি একা পেলেই খুব ভালো হতো কিন্তু আদেশ পালনের নিমিত্তে যাই এবং সবাইকে ডেকে আনি। তারপর আমি ভেবে ছিলাম তিনি (সা.) এই দুধের পেয়ালা সর্বপ্রথম আমাকে পান করতে দিবেন আর আমি তৃপ্তিসহকারে পান করব। কিন্তু তিনি (সা.) প্রথমে অন্য এক ব্যক্তিকে দিলেন, তারপর আরেকজনকে, তারপর আরেকজনকে দিলেন তিনি (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম আমি আর দুধ পাব না, এটি তো শেষই হয়ে যাবে। অতঃপর সেখানে উপস্থিত সাত-আট জন সবাই তৃপ্তি নিয়ে পান করল। তারপর মহানবী (সা.) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! নাও, পান কর। আমি পান করলাম। তিনি (সা.) বললেন, আরো পান কর। আমি আবার পান করলাম আর পেট ভরে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আরো পান কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আর বিন্দুমাত্র জায়গা নাই। অতঃপর রসূল করীম (সা.) সেই পেয়ালা উঠালেন এবং অবশিষ্ট দুধ নিজে পান করলেন। এরূপ ছিল তাদের দারিদ্রতার অবস্থা। কিন্তু অন্তর কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী ছিল। যুদ্ধের ময়দানেও সাহাবাগণ শুকনো খেজুর খেয়ে এবং কয়েক ঢোক পানি পান করে সারাদিন যুদ্ধ করতেন। কিন্তু খোদা তা'লা তাদের এমনসব বিজয় দান করেছেন, তাদের এমনসব ঈদের দিন দেখিয়েছেন যা দুনিয়ার কেউ দেখেও নাই এবং দেখবেও না। বড় বড় বাদশাহ তাদের করতলগত হয়েছে। এই আবু হুরায়রা (রা.) কিসরার শাহী পোশাকের একটি রুমাল লাভ করেন। তিনি (রা.) সেই রুমালে থুতু ফেলেন আর বললেন, বাহ্! আবু হুরায়রা বাহ্! একটি সময় ছিল যখন তুই ক্ষুধার যাতনায় নিস্তেজ হয়ে যেতি, আর কখনো বা বেহুঁশ হয়ে যেতি। আর আজ তোর এই অবস্থা যে, তুই কিসরার রুমালে থুতু ফেলছিস। তারা দারিদ্রতার মাঝেও ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানকারী ছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় উপনীত হওয়াকে সহ্য করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দরজা ছেড়ে যাওয়াকে পছন্দ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি প্রাধান্য লাভ করেছিল কারণ হৃদয়ে প্রশান্তি এ থেকেই লাভ হয় আর এই হৃদয়ের প্রশান্তিই তাদের কাছে ঈদে পরিণত হতো। প্রতিটি দিন উদয় হতো তাদেরকে ঈদের শুভ সংবাদ দিয়ে আর এটি জানান দিয়ে যে, তোমাদের জন্য কত কত ঈদ অপেক্ষা করছে।

সুতরাং- ঈদ হলো হৃদয়ের আনন্দ। কেবল নরম মজাদার খাবার খাওয়া, হৈ হুল্লোড় করা, গল্প-গুজব করা প্রকৃত ঈদ নয়। আমাদের খোদাকে সন্তুষ্ট করার মাঝেই হলো প্রকৃত ঈদ। যখন তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবেন, যখন আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী হবো, যখন আমরা তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর পূর্ণ আমল করব এবং একে অন্যের অধিকার আদায়কারী হবো, আমরা যখন একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগকারী হবো, কেবল স্বার্থপরতা আমাদের উদ্দেশ্য হবে না, আমরা যখন এতীম, গরীব এবং অভাবীদের ব্যাথা নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করে তাদের সাহায্যকারী হবো। এখন তো এতিমদের জন্যও জামাতের ফান্ড রয়েছে, যেখানে লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দান করছে। বহির্বিশ্বের লোকদের উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় বলছি, আপনাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত। এসকল কাজ আমরা কেন করব? এজন্য যে, এর ফলে আমাদের খোদা সন্তুষ্ট হন। এ সমস্ত বিষয়াবলী এ যুগে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেছেন, খোদা তা'লা এই যুগে একজন সত্যবাদীকে প্রেরণ করে এমন এক জামাত তৈরী করতে চেয়েছেন যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসবে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সাহাবাদের অনুরূপ এক পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী জামাত তৈরী করা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, স্মরণ রেখ, ধন-সম্পদ ও পার্থিবতার উন্নত শিখরে পৌঁছা এবং আরাম আয়েশের জীবন কাটানোই এই জামাতের উদ্দেশ্য নয়। এমনটি হলে সেই ব্যক্তির প্রতি খোদা তা'লা অসন্তুষ্ট। তোমাদের উচিত সহাবাদের জীবনকে দেখা। আরো বলেন, লোকদের উচিত প্রতিদিন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা এবং মনোনিবেশ করা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, দুনিয়ার

লোকদের স্বভাব হলো, সামান্য কিছু কষ্টে নিপতিত হলেই দীর্ঘ দোয়া শুরু করে দেয় আর আরাম-আয়েশের সময় খোদাকে ভুলে যায়।

অতএব, আমাদের মাঝে যারা আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছ্যন্দে জীবন অতিবাহিত করেন তাদের এই আরাম ও স্বাচ্ছ্যন্দের মাঝে থেকেই সর্বদা আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকা উচিত, তাহলেই আমরা ঈদকে স্থায়ী করতে পারব।

তিনি (আ.) বলেছেন, **যে খোদা তালাকে ভয় পায় তার জন্য দুটি জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি খোদা তালার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে খোদা তা'লা তাকে সুরক্ষিত রাখেন। আল্লাহ তালা তাকে সুরক্ষিতও রাখেন আর সে পবিত্র জীবনও লাভ করে থাকে। তার সকল ইচ্ছা-আকাঙ্কা পূর্ণ হয়।** কিন্তু এটি ঈমান লাভের পরেই অর্জিত হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তো এমন যে, এর কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াদারদের মাঝে পাওয়া যায় না। দুনিয়াদারদের বন্ধুত্বের মাঝে অজুহাত বা বাহানাও থাকে। সামান্য মনোবেদনা বা অসন্তুষ্টিতেই দুনিয়াদাররা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু খোদা তালার সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সাথে বন্ধুত্বের ভিত রচনা করে খোদা তা'লা তার উপর অশেষ কল্যাণ বর্ষণ করেন, তার ঘরে বরকত দান করেন, তার কাপড়ে কল্যাণ দান করেন, তার খাবারের উপর বরকত দান করেন।

অতএব এটিই হলো সেই মানদণ্ড যা হযরত মসীহ মাউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে চান, যেন আমরা তা অর্জন করি। কেবল যেন সাময়িক বা অস্থায়ী আনন্দেই আত্মহারা হয়ে না যাই, অস্থায়ী ঈদেই যেন খুশী না হই। বরং চিরস্থায়ী আনন্দ-খুশী এবং চিরস্থায়ী ঈদকে যেন অন্বেষণ করি। নিজ খোদার সাথে সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী হোন যা কখনও ভাঙ্গবে না। রমযানের কল্যাণসমূহকে প্রতিষ্ঠাকারী হোন এবং আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি যেন সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য পায়। সেই সত্যিকার ঈদ অর্জন করার চেষ্টাকারী হোন যা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায়, উঠা ও বসা অবস্থায় আল্লাহ তালার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী হবে। যা কিছুক্ষণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই ঈদসমূহ তো প্রদর্শনীর ন্যায় যা সেই প্রদর্শিত পণ্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। খোদা তা'লা করুন, আমরা রমযানের দিনসমূহে যে কল্যাণ অর্জন করেছি বা করার চেষ্টা করেছি তা যেন আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের স্থায়ী প্রেরণা সঞ্চারকারী হয়। আল্লাহ তা'লা আমাদের দুর্বলতা সমূহ দূরীভূত করুন। আমাদের দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সাময়িকভাবে দূর করে সাময়িক খুশির কারণ যেন না হয় বরং আমরা যেন স্থায়ীভাবে সুস্থ্যতা অর্জন করি। আমরা যেন আল্লাহ তা'লার অধিকার আদায়কারী হতে পারি। এবং লড়াই-ঝগড়া এবং ফিতনা-ফাসাদকে দূর করে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে পারি।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে মুসলিম উম্মতকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপকারী। বিশেষভাবে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া দেশগুলোতে ভয়ানক লড়াই-ঝগড়া বিরাজ করছে, এদেশগুলোর অধিবাসীদের স্মরণ রাখবেন। সেখানকার আহমদীরাও ভীষণ সমস্যায় রয়েছে। অনেকের কাছে খাবার-দাবার কিছুই নাই, ঈদ কী উদযাপন করবে! তারা বড় অসহায়। সেখানে খাবার-দাবার পৌঁছানোও ভীষণ কষ্টকর। আহমদীয়াতের কারণে সেখানে কিছু বন্দীও আছে, তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। যাদেরকে আদেশ দেয়া আছে, তোমরা পরস্পরের সাথে প্রেম-ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখ। মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই, অথচ তারা একজন আরেকজনের রক্ত-পিপাসু হচ্ছে। অনেক দেশে বিশেষ করে মুসলমান দেশসমূহে, সরকার জনগণকে খুন করছে। আবার জনগণও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আর এই সুযোগে সুবিধাভোগী ও সন্ত্রাসীরা ফায়দা লুটে নিচ্ছে। এর পিছনে কেবল তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই থাকে কিন্তু ইসলামের নাম খারাপ হচ্ছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বেশী দোয়ার প্রয়োজন। জামাতে আহমদীয়ার সেসব সদস্যদের জন্য দোয়া করুন যারা সমস্যাবলীতে নিমজ্জিত। জামাতের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ওয়াকফে যিন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তালা যেন তাদের স্বীয় কর্তব্যসমূহ উত্তমভাবে সম্পাদন করার সুযোগ দেন ও সেগুলো যেন গ্রহণও করেন এবং স্বীয় সন্নিধান থেকে এর প্রতিদান দেন। আল্লাহ তা'লা সার্বজনীনভাবে সকলের জীবনের সব সমস্যা দূর করুন, সহজসাধ্য করে তুলুন। আল্লাহ তা'লা সকল আহমদীকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাস উত্তরত্তোর বৃদ্ধি করুন যেন আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারি। পাকিস্তানের আহমদীরা কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে জীবন অতিবাহিত করছে এবং হিন্দুস্তানের কিছু স্থানের আহমদীরাও কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে রয়েছে। আরব দেশগুলো এবং এমন আরো অনেক দেশে যেখানে আহমদীরা কষ্ট-কাঠিণ্যের মাঝে রয়েছে সবার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা সবাইকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ দান করুন।

আপনারা যারা এখানে সামনে বসে আছেন এবং দুনিয়ার সকল আহমদীকে 'ঈদ মোবারক'।

'খুতবায়ে সানীয়া' পাঠের পর হুযূর (আই.) ইজতেমায়ী দোয়া করান।

ভাষান্তর : **মৌলানা রশীদ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ